২৩-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যদিও বাবাকে জানী-জাননহার (সবকিছু জানেন যিনি) বলা হয় , তবুও প্রত্যেককে নিজেদের সমাচার (খবর) বাবাকে অবশ্যই দেওয়া দরকার, সমাচার দেবে তাহলে সাবধানী (সমাধান) পাবে "

প্রশ্ন -: বেহদের সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে হবে, এইজন্য অনুভবী , বোঝদার (Sensible) বাচ্চাদের কিরকমের কাজ করতে হয় ?

উত্তর -: প্রত্যেকেরই উচিত যথার্থ সমাচার বাবাকে দেওয়া । বাবাকে ঠিক (সত্যি কথা) সমাচার দেবে তো বাবা বলে দেবেন যে তোমাদের মধ্যে যে ভূত আছে, তার জন্য ডিস-সার্ভিস হয়। নিজেদের চলন ঠিক করো । দেহ অভিমানের ইচ্ছা ত্যাগ করো । বেহদের সৃষ্টিকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে, সেকারণে বাবার সবার প্রতি দৃষ্টি থাকে যে সবাই যেন জ্ঞান পায় , বিশেষ করে গরিবদের ওপরে বাবার দৃষ্টি থাকে ।

গীত --: আমার আশ্রয় দাতা .....

ওম শান্তি । ভালো পুরুষার্থী নিশ্চয় সম্পন্ন বাচ্চারা বুঝে যায় যে তিনিই সেই পরমপিতা পরমাত্মা -- যাঁর প্রশংসা (বন্দেগী) সকলে করে, তাঁরই মহিমা রয়েছে । যারা এক সময় এখানে ছিলেন তাদেরই মহিমা কীর্তিত হয়, তাঁদের কর্তব্যেরই মহিমা হয়। কারোর মহিমার কথা তারা জানে, কারোর বিষয়ে জানে না । তোমরা বাচ্চারা তো সবারই মহিমা (বিশেষত্বকে) জানো । বাবাকেই জানী-জাননহার বলা হয় , কিন্তু জানী-জাননহারের অর্থ বাচ্চারা পুরো বোঝে না । অনেক বাচ্চারা ভাবে যে , আমাদের মনের কথা তো বাবা অবশ্যই জানবে ! তাহলে আবার আমরা কি লিখব, কিন্তু এটা তো ঠিক নয়*। বাবা তো হলেন এক । এতো সব ঢের বাচ্চাদের সঙ্কল্পকে কিভাবে পড়বেন! বাবা তো এখানে শিক্ষক রূপে পড়াতে আসেন । তাই বুঝতে পারেন যে কে কিভাবে পড়াশোনা করছে ? নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে, অথবা নেই ? এরকম নয় যে পরমধামে বসে এইসব চিন্তা করি । বাচ্চাদের এখানেই ভুল হয় । তারা লেখে বাবা আমরা কি সমাচার দেব , আপনি তো সবই জানেন । কিন্তু না । নিজেদের চলনের, পড়াশোনার সমাচার দিতে হবে শিক্ষককে (through brahma) পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে হবে । এরকম নয় যে বাবা তো সবকিছুই জানেন । আমরা তো বাবার কাছে কিছু লুকোতে পারব না । না । এটাকে অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয় । বাবাকে ব্রহ্মা দ্বারা সমাচার দিতে হবে । অনেক প্রকারের বাচ্চা রয়েছে ,তাইনা! প্রত্যেককে নিজেদের সমাচার দিতে হবে, এইজন্য প্রতিটি সেন্টারে বলা হয় যে বারোমাস আসে এমন বাচ্চাদের, প্রত্যেকের অক্যুপেশন লিখে পাঠিও । যদি বাবা জানতেন তাহলে কি জিজ্ঞাসা করতেন ! যা কিছু ওনার জানবার থাকে , সেই সবকিছু বাবারও জানার থাকে । এঁনার (ব্রহ্মা বাবার) দ্বারাই তো সবকিছু হবে , তাইনা! ট্রাঙ্কলও কারোর মাধ্যমেই (থ্রু) হয় , তাইনা! অপারেটরের চাইলে শুনতে পারে, কিন্তু মানা আছে । তবে চাইলে শুনতে পারে । অপারেটরের কাছে আওয়াজ ভালো আসে । এখানেও প্রত্যেককে সমাচার শোনাতে হবে । মাঝের জন কিছু বুঝতে পারে না, তাই বি. কে. --দের নিযুক্ত করা হয়েছে --সমাচার পৌঁছানোর জন্য ।

যারা জ্ঞানে পরিপক্ক অনন্য বাচ্চা, তাদের কাজ হল পুরো সমাচার দেওয়া । প্রত্যেককে কারখানার সমাচার দিতে হবে । অনুভবী বাচ্চা যারা ,তারা লেখেও -- বাবা আবার আমাদের শিক্ষা দেবেন । নইলে তো চাল-চলন শুধরাবে না । পুরো জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । দেহ অভিমান যে অনেক । ইচ্ছা অনেক আছে , দেহ অহংকারের । অনুভবী বাচ্চারা ঝট করে সমাচার দেয় যে এই এই এই কারণের জন্য ডিস-সার্ভিস হয়েছে । বাবা সাবধান করবেন, এই ভুত রয়েছে, বের করো , নয়তো পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।

বাবা হলেন বেহদের সৃষ্টিকে স্বর্গ রচনাকারী, সবার জন্য এই দৃষ্টি থাকে যে এদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করো । গরীবদের ওপরে বিশেষ করে দৃষ্টি যেতে থাকে । দান সবসময়ই গরীবদেরই দেওয়া হয় । গরীবই নিমিত্ত হয়েছে । রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে । প্রজা তো অনেক হয় । ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল যখন, তখন বরোদা, গোয়ালিওর ইত্যাদির যারা রাজা ছিলেন -- সেখানে এক রাজা রানী, মন্ত্রী আর বাকি প্রজা ছিল । কারোর কুড়ি লাখ প্রজা, কারোর আবার তিরিশ লাখ প্রজা নম্বরের ভিত্তিতে ছিল । তখন দরবারে সব রাজাদের ডাকা হত । দরবারও নম্বরের ভিত্তিতে বসতো । মহারাজাদের লাইন আলাদা, রাজাদের আলাদা, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক টাইটেল হয় নম্বরের ভিত্তিতে । এখানেও সেরকম । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা যিনি, ওঁনাকেও তো সবাইকে রিগার্ড দিতে হবে, তাইনা! বাবাই তো এসে কল্পে কল্পে ভারতকে হেভেন(স্বর্গ) তৈরী করেন । সেখানে ভারতবাসী বাবাকে গালি দেওয়া শুরু করে । সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে পড়তেই হবে । তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান আর ওঁনার সাথে সম্পর্কিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী । বৃক্ষ সম্পর্কে তো জানা দরকার, তাইনা! বাবাকেই এই বৃক্ষের নলেজফুল বলা হয় । আর কারোরই মধ্যে নলেজ হয় না । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা, তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অম্বা , মাতাপিতা বিখ্যাত হয় । জগৎ অম্বা সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা । ওঁনারও তো একটা নাম হওয়া দরকার, কেউ ওঁনাকে অম্বা বলে, কেউ কালী, কেউ আবার সরস্বতী বলে । অনেক নাম রাখা হয়েছে । ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তারপর বি .কে. সরস্বতী । দেখানোও হয়েছে সরস্বতীর কাছে সেতার থাকে । সর্ব প্রথম মুখ্য গডেজ অফ নলেজ (জ্ঞানের দেবতা) । যেমন এঁনাকে জ্ঞানের মুরলী দেওয়া হয়েছে , সেরকমই ওঁনাকে সেতার দেওয়া হয়েছে । সর্ব প্রথম মুখ্য গডেজ অফ নলেজ হলেন সরস্বতী, আর জগৎ অম্বা । কোন্ নলেজের? রাজযোগের । এই জ্ঞান কে দিয়েছেন? স্বয়ং জ্ঞান সাগর (বাবা) । জ্ঞান সাগর বাবার কাছে এই ব্রহ্মাও শিখেছে আর বাচ্চারাও শিখছে । এরপর তারাই আবার জ্ঞান -জ্ঞানেশ্বরী থেকে রাজ-রাজেশ্বরী তৈরী হবে । ততত্বম্ (তোমাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য)। ব্রহ্মা আর সরস্বতী । দুজনে হন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । ঈশ্বরের কাছ থেকে সহজ রাজযোগের জ্ঞান নিয়ে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন । লক্ষ্মী নারায়ণ একলা থোড়াই হবে । এখন রাজত্ব স্থাপন করা হচ্ছে । কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে , পড়ছে , যারা পরে গিয়ে পুজ্য রাজারানী তৈরী হবে । তারপর সতোপ্রধান থেকে সতো - তে আসে -- দুই কলা কম হয়ে আবার রজো তমোতে এসে পুজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় । আমরাই আগে পুজ্য ছিলাম আর আমরাই আবার পূজারী হয়েছি । এসব পরমাত্মার জন্য বলা হচ্ছে না । তিনি কিভাবে পূজারী হবেন । আমরা রজো তমোতে এসে পূজারী হয়েছি । বাবা বুঝিয়েছেন বাস্তবে ধর্ম শাস্ত্র হলই চারটে, তার মধ্যে মুখ্য হল শ্রীমত ভগবত গীতা, মাই-বাপ (মাতাপিতা) । বাকী হল তাদের বাচ্চারা, ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদি ধর্ম । উচ্চ থেকে উচ্চ গীতা তারপর ইসলামীদের শাস্ত্র । ধর্ম স্থাপনার মুখ্য শাস্ত্র হলো এটা । সর্বপ্রথম হল

দেবী-দেবতা ধর্ম, তাদের শাস্ত্র হয় গীতা । গীতার উপদেশক (sermoniser) হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । অবশ্যই ওঁনাকে উঁচুতে রাখা উচিত । বাকী হল জ্ঞাতি, কুটুম্ব (হিন্দি -- বিরাদরি, community) । দেবতাদের আছে মুখ্য জ্ঞাতি (বিরাদরী) । তারপর আছে ইসলামীদের, বৌদ্ধদের জ্ঞাতি (বিরাদরী) । উচ্চ থেকে উচ্চ এক বাবাই হন । রিলিজিয়স কনফারেন্সে প্রথমে তো উচ্চ থেকে উচ্চ দরকার । সেই ধর্ম প্রায়ঃ লোপ পেয়েছে, আবার সেই ধর্ম স্থাপন করা হচ্ছে । স্থাপন করছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি তো হলেন নিরাকার , হ্যাঁ, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপন করছেন । বলাও হয়েছে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন । এমন বলা হবে না যে কৃষ্ণ ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন, তারাই আবার ব্রাহ্মণ সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তৈরী হয় । তাহলে এখন সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের জ্ঞাতি (বিরাদরী) । তোমরা জানো আমাদের পরে আবার দ্বিতীয় নম্বর ইসলামীদের জ্ঞাতি হবে , তারপর বৌদ্ধদের । এইভাবে বৃদ্ধি হবে । এইসব বুদ্ধিতে ধারণ করা দরকার । যেসব অতীতে (past)হয়েছে , সেসবের শাস্ত্র তৈরী করা হয়েছে । এখন যা কিছু হয় ড্রামা শুট হয়ে যায় । তারপর কল্পের পরে আবার রিপিট হবে । পুরো দুনিয়ার অ্যাকশন শুট করা হচ্ছে । তারপর পাঁচ হাজার বছর পরে তোমাদের এই এক্ট চলবে । সব হলো বোঝার কথা । তো উচ্চ থেকে উচ্চ শিববাবা তারপর জগৎ অম্বা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তাদের বাচ্চারা । তিন ভাই রয়েছে, বাকি দেবী-দেবতা ধর্ম, অর্থাৎ বড় ভাই নেই । প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে গেছে । অবশ্যই যখন না থাকে তখনই তো এই ধর্মের আবার স্থাপনা হচ্ছে আর বাকি সবাই শেষ হয়ে যায় । দেবী-দেবতা থাকলে বাকি অন্য ভাইরা থাকে না । তারা আবার পরে হয় । এক বাবাই রচয়িতা আর একই রচনা । বাবা বলেন আমি আবার রাজযোগ শেখাতে এসেছি । তোমরা সবাই জানো বিনাশের জন্য মহাভারতের লড়াইও অপেক্ষমান ।

তোমরা বাচ্চারা ড্রামাকে ভালো ভাবে জানো । সবই হল পড়াশোনার কথা । এখানে এমন কোনো জিনিস হয় না, যেখানে চোর এসে তাদের কাছ থেকে সোনা ইত্যাদি লুটপাট করে । এটা তো হলো পাঠশালা । পাঠশালায় বই পত্র নক্সা ইত্যাদি থাকে । সেরকম এটাও পাঠশালা আর এখানেও নক্সা আছে । ভয়ের কোনো কথাই হয় না । চোর কি করবে ! নেওয়ার মতো কোনো বস্তু তো নেই । বাকী তো বলাই বাহুল্য কাদের বিষয় সম্পত্তি ধুলোয় মিশবে ..... বাবা বোঝাচ্ছেন, কতো লাখপতি, কোটিপতি, মল্টিমিলেনিয়ারই হোক, সবার ধনসম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে । তোমাদের হল সত্যিকারের কামাই । তোমরা হলে সবচেয়ে মল্টিমিলেয়ার । তোমরা এই কামাই সাথে করে নিয়ে যাবে । তোমরা জানো আমরা সবকিছু স্বর্গে ট্রান্সফার করি । বাবাকে বলা হয় -- বাবা আমাদের আবার স্বর্গে পাঠিও । সুদ সহ কড়ির বদলে হীরে দিও । এসব কত বোঝার কথা । তারপরও শ্রীমতে চলতে হবে । গৃহস্থালির সবকিছু সামলাতে হবে, কিন্তু শ্রীমতে চলতে হবে । মানুষ অনেক খরচা করে । ঋণ করেও তীর্থ করতে যায় । সবই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী । এইসবও অনাদি । নীচে নামাবার জন্য কিছু জিনিস তো দরকার, তাইনা! তমোপ্রধানে তো যেতেই হবে , তখন তো আমি (শিববাবা) এসে বোঝাবো যে তোমরা কত গ্লানি করেছ, এইজন্য এরকম দূর্গতি হয়েছে । পুনরায় সেই চাল চালা হবে যা কিছু কল্পে কল্পে চলেছে । জ্ঞান আর ভক্তি । যখন পুরো দুর্গতি হয় , তখন সবার সদ্গতির জন্য বাবাকে আসতে হয় । এই জপ ইত্যাদি করতে করতে কলা কম হতে থাকে । পুরো কালো হয়ে যায় তারপর রাতের পর দিন আসে । এই পুরো ড্রামা বুদ্ধিতে

থাকা দরকার । মানুষ যারা , জ্ঞান গ্রহন করে না তারা তো শুধু মাত্র দেখেই বাহবা দিতে থাকে । বাইরে যায় আর সব শেষ । মায়া দাঁড়াতেই দেয় না । যেমন বাঁধেলী(বন্ধনে থাকা) গোপিকারা (কুমারী) ঘরে বসে লেখে -- বাবা আমরা তো তোমার হয়ে গেছি , তোমাকে জেনে নিয়েছি । আমরা তো তোমারই । মরে যাবো কবে , বিয়ে আর করবো না । বন্ধনের জন্য আসতে পারি না । একটু ফাঁক পেলেই কেমন বেরিয়ে পড়ে । আর কাউকে দশ-কুড়ি বছর ধরে বোঝাতেই থাকো , তারপরও বোঝে না । বাবা তো একুশ জন্মের প্রাণ দান করছেন । কালের ওপরে বিজয়ের টীকা পড়াচ্ছেন । সেখানে অকালে মৃত্যু কখনও হয় না । তাহলে কতটা বাবার শ্রীমতে চলা উচিত, দানও দিতে হবে । অন্যদের জীবনকেও হীরের মত তৈরী করতে হবে । যদিও নিজের নিজের ভাগ্য, তবুও মুরলী তো অবশ্যই পড়া উচিত । মুরলী তো অনেক জায়গা থেকেই পাওয়া যায় । একদিন অনেক ভাষায় মুরলী বেরোবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) নিজের উন্নতির জন্য নিজের চালচলন এবং পড়াশোনার সত্য - সত্য খবরাখবর বাবাকে দিতে হবে । নিজেদের আর সবার জীবনকে হীরের মত তৈরী করতে হবে ।

২) গৃহস্থকেও সামলাতে হবে আর শ্রীমতেও চলতে হবে । বোঝদার হয়ে নিজেদের সবকিছু স্বর্গের জন্য ট্রান্সফার করে দিতে হবে ।

বরদান --: দাতা হয়ে অখুট খাজানা দান করতে মহাদানী আর বিশ্ব সেবাধারী ভব !

সদা স্মরণ রেখো, বাবার দ্বারা যা কিছু অখুট(অনন্ত) খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে, সেসব দান করতেই হবে। খাজানাকে কাজে লাগাতে হবে । সেটা এবার মনসা দিয়ে বা বাচা দিয়ে, অথবা সম্বন্ধ সম্পর্কে সফল হতে হবে । দাতার সন্তানরা একদিনও না দিয়ে থাকতে পারে না । বিশ্ব সেবাধারীদের তো প্রতিদিন সেবা করতেই হবে । যদি বাচার (বাণী) চান্স না পাওয়া যায়, তাহলে মনসা সেবা করো, মনসা সেবা না পারলে তো নিজেদের কর্ম বা প্র্যাক্টিকল জীবন দিয়ে করো । যত তোমরা মনসা দ্বারা, বাণী দ্বারা নিজে স্যাম্পেল তৈরী হবে , তত স্যাম্পেলকে দেখে স্বতঃই সবাই আকৃষ্ট হবে ।

স্লোগান -: যাদের কাছে দৃঢ়তার শক্তি থাকে , তাদের জন্য অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায় ।